তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১৩

**ময়মনসিংহে বিকেএসপি’র আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার**

**-- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, ময়মনসিংহের ছেলে মেয়েদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ও সার্বিক ক্রীড়ার মান উন্নয়নে ময়মনসিংহে বিকেএসপি’র আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। ঢাকার পরে এটি হবে বিকেএসপি’র সর্ববৃহৎ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

প্রতিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহ শ্যূটিং কমপ্লেক্স ভবনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নবনির্মিত শ্যূটিং রেঞ্জের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

জাহিদ আহসান রাসেল বলেন, ‘আমরা অচিরেই ময়মনসিংহ বিকেএসপির অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করবো। এ লক্ষ্যে আমরা কাজ অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছি। আজই আমরা বিকেএসপি’র জন্য প্রস্তাবিত কিছু জায়গা পরিদর্শন করেছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হবে।’

এ সময়ে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী দুই কোটি চুয়ান্ন লাখ টাকা ব্যয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নবনির্মিত শ্যূটিং রেঞ্জের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এর পূর্বে তিনি ময়মনসিংহ বিকেএসপি’র জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন স্হান পরিদর্শন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ মাসুদ করিম, বিকেএসপি’র মহাপরিচালক মোঃ রাশীদুল হাসান ও ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু।

#

আরিফ/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১২

শীঘ্রই সারা দেশে ১৬৩৯টি ভূমি অফিসের নির্মাণকাজ শেষ হবে

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

শীঘ্রই সারা দেশের নির্মাণাধীন ভূমি অফিসগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ‘উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ’ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৭৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সারা দেশের ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া ‘সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ’ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৭১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সারা দেশের ১০০০ শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্প দু’টির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আগামীবছর ২০২১ সালের জুন নাগাদ প্রকল্প দু’টির কাজ শেষ হবার কথা রয়েছে।

আজ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে অন্তর্গত ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মাঠ পর্যায়ে ভূমি অফিসে যথাযথভাবে ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, অফিসের সেবা প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসনের সার্বিক মানোন্নয়ন করা প্রকল্প দু’টির উদ্দেশ্য। এবছরের নভেম্বর মাস নাগাদ যেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্তত দু’টি সংস্থা ‘ভূমি আপিল বোর্ড’ ও ‘ভূমি সংস্কার বোর্ড’ ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে কার্যক্রম শুরু করতে পারে এ বিষয়ে ভূমিমন্ত্রী জোড় তাগিদ প্রদান করেন সংশ্লিষ্ট নির্মাণ তদারককারী সংস্থাকে।

সভায় ভূমিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রকল্পের ব্যাপারেও খোঁজ নেন এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তাগিদ প্রদান করেন।

ভূমি সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারীর সঞ্চালনায় এ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি-সহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখার কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

নাহিয়ান/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১১

আরো একটি সড়কে দৃষ্টিনন্দন তাল গাছের সারি গড়ে তোলার উদ্যোগ খাদ্যমন্ত্রীর

নওগাঁ, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় আরো একটি সড়কে দৃষ্টিনন্দন তাল গাছের সারি গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

ইতোপূর্বে নিয়ামতপুর উপজেলার হাজিনগর ইউনিয়নের ঘুঘুডাঙ্গা সড়কে মন্ত্রী তালগাছের বাগান গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর লাগানো সেই সারি-সারি তালগাছ এখন বড় হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন সেই বাগান দর্শনীয় স্থান হিসেবেও গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারো মানুষ ছুটে আসে ঘুঘুডাঙ্গায় তালগাছের দৃশ্য উপভোগ করতে।

এবার তিনি নিয়ামতপুর উপজেলার তালামারা ব্রীজ থেকে ধানসুরা পর্যন্ত সড়কের দু’পাশে প্রায় ২০ হাজার তালগাছ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছেন। আজ তালামারা ব্রিজ এলাকায় কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তিনি। এ সময় মন্ত্রী বলেন, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা ও বজ্রপাত প্রতিরোধে দেশব্যাপী তালগাছ রোপণের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই ধারাবাহিকতায় বরেন্দ্র অঞ্চলে তালবীজ রোপণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। সুস্থ জীবন ও সুন্দর প্রকৃতি গড়ে তুলতে সকলকে বৃক্ষ রোপণের আহ্বান জানান তিনি।

কর্মসূচি উদ্বোধনকালে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, কৃষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী নিয়ামতপুর উপজেলা আইনশৃঙ্খলা ও সমন্বয় সভায় যোগ দেন।

#

মেহেদী/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১০

চেতনার দৈন্যেই বিএনপি বঙ্গবন্ধুকে স্বীকারে ব্যর্থ, ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টায় রত

-- তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ বলেছেন, ‘রাজনৈতিক ও চিন্তার দৈন্যের কারণেই বিএনপি বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার করতে ব্যর্থ এবং তারা ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একদিন সময় আসবে তারাও বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার করবে।’

আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। জাগপা সভাপতি একেএম মহিউদ্দিন আহম্মেদ বাবলু’র সভাপতিত্বে ও দলের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোঃ মজিবুর রহমানের সঞ্চালনায় ন্যাশনাল পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান আলহাজ শেখ সালাউদ্দিন সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে সভায় বক্তৃতা দেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু কোনো দলের নয়, বঙ্গবন্ধু পুরো জাতির। বাংলাদেশের সাথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বাঙালি থেকে শুরু করে উপমহাদেশ এবং সমগ্র বিশ্বের বাঙালির কাছে বঙ্গবন্ধু একজন পূজনীয় নেতা। বঙ্গবন্ধু তাই সমগ্র বাঙালির। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে বিএনপিসহ কিছু রাজনৈতিক দল বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার করতে চায় না। এটি তাদের ব্যর্থতা, রাজনৈতিক দৈন্যতা, চিন্তার দৈন্যতা। এই কারণেই তারা ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করেছিল। স্কুলের দপ্তরীকে স্কুলের হেডমাস্টার বানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। স্কুল ছুটি হবে কখন সেটি ঠিক করে হেডমাস্টার ঘণ্টা বাজায় দপ্তরী। তাহলে কি দপ্তরী স্কুল ছুটি দিল না হেডমাস্টার স্কুল ছুটি দিল? - এই অপচেষ্টা তারা করেছিল। আজকে তারা ধীরে ধীরে ইতিহাসের পাতা থেকে ঝরে যাচ্ছে। এটিই বাস্তবতা, এটিই ইতিহাসের রূঢ় সত্য। একদিন সময় আসবে তারাও বঙ্গবন্ধুকে এবং বঙ্গবন্ধুর অবদানকে স্বীকার করবে।’

বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশ রচনা করে গেছেন তাই নয়, বঙ্গবন্ধু একটি উন্নত সমৃদ্ধি বাংলাদেশ রচনার পথে দেশ এগিয়ে নিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, তখনই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘আজকের প্রজন্মের অনেকে হয়তো জানে না, আমার এই কথাটি কতটা বস্তুনিষ্ঠ- ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে যখন হত্যা করা হয়, তখন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ৪ শতাংশ। তিনি যখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই যারা বাংলাদেশ চায়নি, যারা দেশের স্বাধীনতা চায়নি, সেই আন্তর্জাতিক অপশক্তি এবং তাদের দেশীয় দোসরদের চক্রান্তে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, যার ধমনীতে শিরায় বঙ্গবন্ধুর রক্তস্রোত প্রবহমান, তিনি প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না, জিজ্ঞাসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। যদি তাই হতো, তাহলে তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার তিনি সাধারণ আদালতে করেছেন। এটি শেষ করতে ১২ বছরের বেশি সময় লেগেছে।’

উন্নত অবকাঠামোর পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠনের জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত অনাচার বন্ধ হওয়া দরকার এবং সম্প্রতি যে ধর্ষণসহ এ ধরনের যে অনাচারগুলো হয়েছে, তা বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইন সংশোধন করা হয়েছে, পার্লামেন্ট অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা না করে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে সেই আইন কার্যকর করা হয়েছে এবং যাতে এই অনাচার বন্ধ হয় সেজন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে এই আইন সংশোধন করা হয়েছে, জানান তথ্যমন্ত্রী। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, অথচ আমি কাগজে-টেলিভিশনে জানলাম, বিএনপি এটি নিয়েও সমালোচনা করেছে। এটির কারণ একটাই হতে পারে, তারা যারা নিজেরা ক্ষমতায় থাকাকালে এই অনাচারের সাথে যুক্ত ছিল এবং তখন কিভাবে নারী ধর্ষণ হয়েছিল সবাই জানেন, সেকারণেই কি তারা এই আইন সংশোধনের সমালোচনা করছে -এটিই আজকে জনগণের প্রশ্ন। তার অর্থ দাঁড়ায়, বিএনপি চায় না দেশ থেকে অনাচার দূর হোক।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৯

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে অংশ নিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

মা ইলিশ সংরক্ষণে জেলে ও মৎস্যজীবী-সহ সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করতে নৌপথে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযানে অংশ নিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ নৌপুলিশের ব্যবস্থাপনায় নারায়ণগঞ্জের মেঘনা ব্রিজ ঘাট থেকে নৌপথে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার মোহনপুর ঘাট পর্যন্ত মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী। এসময় শত শত জেলে ও মৎস্যজীবীরা নদীতে নৌকা ও ট্রলারে করে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের স্লোগান দিয়ে ও গান গেয়ে অভিযানের ব্যতিক্রমধর্মী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন।

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, মৎস্য খাতে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের সকল মানুষের মাছের চাহিদা আমরা পূরণ করতে পেরেছি। এবার অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ইলিশের উৎপাদন হয়েছে। এক্ষেত্রে ইলিশ ধরার সাথে সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী, জেলে-সহ যারা মাছ বিপণন করেন সবার ভূমিকা রয়েছে। মা ইলিশ সংরক্ষণে শত শত জেলেরা অভিযানে যোগ দিয়ে মা ইলিশ রক্ষায় স্লোগান দিচ্ছে। অফুরন্ত সম্ভাবনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে এটাই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। মা ইলিশ সংরক্ষণের সময় মৎস্যজীবীরা যাতে কষ্টে না থাকে, সেজন্য এবার অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় বেশি ভিজিএফ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আগামী বছর আরো বেশি বরাদ্দ করা হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব শাহ মোঃ ইমদাদুল হক, শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, সুবোল বোস মনি ও মোঃ তৌফিকুল আরিফ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস আফরোজ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, নৌপুলিশের ডিআইজি মোঃ আতিকুল ইসলাম, চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ মাজেদুর রহমান খান, পুলিশ সুপার মোঃ মাহমুদুর রহমান, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আসাদুল বাকী, মতলব উত্তর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ কুদ্দুস, মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা ও নৌপুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত থাকেন।

পরে মন্ত্রী বেলুন উড়িয়ে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২০ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/খালিদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৮

আইসিটি সেক্টরে একযোগে কাজ করবে বাংলাদেশ ও তুরস্ক

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলকের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মুস্তফা ওসমান তুরান আজ আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

এসময় তারা দুই দেশের পারষ্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের চলমান অগ্রগতি, আইসিটি খাতে বিনিয়োগ সম্ভবনা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, স্টার্টআপ তৈরির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহযোগিতা প্রদান করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ডিজিটাল সেবা পৌছে দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচি, তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন ২৮টি হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা, ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন, স্টার্টআপ কোম্পানি গঠনসহ আইসিটি সেক্টরের চলমান কার্যক্রম রাষ্টদূতকে অবহিত করেন।

প্রতিমন্ত্রী তুরস্কের টেকনোলজি পার্ক ও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের মধ্যে প্রযুক্তিজ্ঞান আদান-প্রদান, স্টার্ট আপ কালচার গড়ে তোলা, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ আইসিটি খাতকে সম্ভাবনাময় জায়গায় নিয়ে যেতে তুরস্কের সরকারের পারষ্পরিক সহযোগিতার কামনা করেন। উল্লিখিত বিষয়সমূহের কার্যক্রম সহজতর করার জন্য উভয় দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি করার ওপর জোর দেন।

রাষ্ট্রদূত ফ্রিল্যান্সিং খাতে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম উল্লেখ করে বলেন, অল্প সময়ে বাংলাদেশের আইসিটি খাত অনেক এগিয়ে গেছে। আগামী দিনগুলোতে আরো এগিয়ে যাবে। তিনি প্রযুক্তিগত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তির বিষয়ে একমত পোষণ করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তুরস্কের সরকার বাংলাদেশের সাথে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম-সহ সংশ্লিষ্ট কর্তকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/ফারহানা/খালিদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৭

**ফিল্ম মিউজিয়ামের উদ্বোধন করলেন তথ্য সচিব**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

তথ্য সচিব কামরুন নাহার বলেছেন, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে অত্যাধুনিক ও বৃহৎ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে এই দৃষ্টিনন্দন ভবনটি নির্মিত হয়েছে। এই ভবনে একটি ফিল্ম মিউজিয়াম স্থাপনের পরিকল্পনা শুরু থেকেই ছিল। ফিল্ম মিউজিয়ামটিকে আরো সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। চলচ্চিত্র বিষয়ে আগ্রহী ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক এবং দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্রবোদ্ধাগণ এই মিউজিয়ামের মাধ্যমে উপকৃত হবেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ দেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আজ আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবনে ফিল্ম মিউজিয়াম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তথ্য সচিব এসব কথা বলেন।

এ ফিল্ম মিউজিয়ামের মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, ঐতিহ্য বিকাশে নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের ক্রমবিকাশে বিভিন্ন সময় ব্যবহৃত নানা ধরণের ক্যামেরা, এডিটিং মেশিন, ফিল্ম জয়েনার, সিক্রোনাইজার, পোস্টার, ফটোসেট, ফটো অ্যালবাম, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার রেপ্লিকা, বাচসাস পুরস্কার রেপ্লিকা, ফিল্ম ব্লক, শ্যুটিং এর কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য, কস্টিউম, শ্যুটিং স্ক্রিপ্ট, ৭০ মিমি ফিল্ম ইত্যাদি এ মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) এ মিউজিয়ামে বেশকিছু যন্ত্রপাতি প্রদান করে।

এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ও নানা ভিজ্যুয়াল ফুটেজের সমন্বয়ে ফিল্ম ভল্ট (লেভেল -৩) এবং বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশনাসমূহ নিয়ে বিশেষায়িত লাইব্রেরির ২য় তলায় (লেভেল -৪) বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য সচিব এ সময় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ফিল্ম ভল্ট ও লাইব্রেরিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রকাশিত ‘সিনেমার পোস্টার (১৯৮৭-২০১২)-২য় খন্ড’ ও ‘আমাদের চলচ্চিত্র (তৃতীয় সংস্করণ)’ শীর্ষক গ্রন্থ দু’টির মোড়ক উন্মোচন করেন।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক মোঃ নিজামূল কবীরের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন বক্তব্য রাখেন।

#

শামসুদ্দিন/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৬

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

      স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ৪১১ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৬৮৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ৮২ হাজার ৯৫৯ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৫৯৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৯৭ হাজার ৪৪৯ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/সেলিম/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৫

ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর সাথে তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমানের সাথে আজ ঢাকায় তাঁর মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত Mustafa Osman Turan এর নেতৃত্বে দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য হলেন Turkish Cooperation and Coordination Agency’র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর Ismail Gundogdu.

সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদলকে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তুরস্ক বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম দেশ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে এবং যেকোনো দুর্যোগে তুরস্ককে পাশে পেয়েছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে রোহিঙ্গা সংকট উত্তরণে তুরস্কের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কক্সবাজারে কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তুরস্কের হাসপাতালটির কথা স্মরণ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত বছর আমি নিজে হাসপাতালের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছি। রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য সেবায় হাসপাতালটি সুনামের সাথে কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে এক লাখ রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে সরকারের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তন বা ফেরত পাঠানো।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, এদেশের প্রতিটি গৃহহীন পরিবার যাতে দুর্যোগ সহনীয় ঘর পায় সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। প্রতিটি ঘরের নির্মাণ খরচ হবে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। বর্তমান অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সারা দেশে ১৭ হাজার পাঁচটি ঘর তৈরি করে দেবে।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের সাফল্যের প্রশংসা করেন। এ দেশের উন্নয়নে তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে রাষ্ট্রদূত প্রতিমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন। বিশেষ করে গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় ঘর তৈরির ক্ষেত্রে তারা সরকারকে সহযোগিতা করতে চায় বলে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে শীঘ্রই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে বলে প্রতিনিধিদল আশাবাদ ব্যক্ত করে।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন উপস্থিত ছিলেন।

#

সেলিম/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৪

**সারাদেশের সিনেমা হলসমূহে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুমতি প্রদান**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

কোভিড-১৯ এর বর্তমান পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ এবং সিনেমা হলের আসন সংখ্যার কমপক্ষে অর্ধেক আসন খালি রাখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখ থেকে সারাদেশের সিনেমা হলসমূহে (প্রেক্ষাগৃহে) চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

আজ তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত এক অফিস স্মারকে এ নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

#

সাইফুল/ফারহানা/জসীম/সেলিম/২০২০/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৩

**প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনলাইন জরিপ শুরু আগামীকাল**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

আগামীকাল থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বার্ষিক জরিপ ২০২০ পরিচালিত হবে।শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বার্ষিক জরিপ ২০২০ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য দেশের সকল প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে (www.banbeis.gov.bd) তথ্য প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ব্যানবেইস দেশের সকল প্রাথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন এবং বিতরণের কাজ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্যের প্রয়োজন। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণের চাহিদা অনুযায়ী নির্ভুল তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষে লক্ষ্যে দেশের সকল পোস্ট প্রাইমারি স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনলাইনে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণের জন্য ব্যানবেইস অনুরোধ জানিয়েছে।

#

হাবিবুর/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০২

**পণ্যের দৃষ্টিনন্দন মোড়ক নয়, গুণগত মানের ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের সক্ষমতা অর্জনের তাগিদ শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

শিল্পায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পণ্যের দৃষ্টিনন্দন মোড়ক নয়, গুণগত মানের ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের সক্ষমতা অর্জনের তাগিদ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নের যে অবস্থানে পৌঁছেছে, শিল্পায়নের লক্ষ্যে বিএসটিআইকে  সে পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে। তিনি গ্রাম-গঞ্জে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে বিএসটিআই'র কার্যক্রম সম্প্রসারণে গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিল্পমন্ত্রী আজ ৫১তম বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে তেজগাঁওয়ে বিএসটিআই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত ‘শিল্পখাতের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন : নিরাপদ ও টেকসই পৃথিবী গড়তে মান এর ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলে।।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর মতো প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুণগত শিল্পায়ন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। সরকার ইতোমধ্যে বিএসটিআইকে একটি আধুনিক মান নিয়ন্ত্রণ ও মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির কেন্দ্রীয় এবং বিভাগীয় দপ্তরগুলোতে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে মানসম্মত শিল্পায়ন জোরদারের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম আরো প্রসারিত হচ্ছে।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী চলমান করোনা পরিস্থিতিতে পণ্যে ভেজাল রোধে বিএসটিআইয়ের কার্যক্রম আরো শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, করোনার এই ক্রান্তিলগ্নে কিছু মুনাফালোভী ব্যবসায়ী নানাভাবে নষ্ট ও ভেজাল পণ্য বিক্রি করে ক্রেতাদের  প্রতারিত করছে। এরা যত বড় ব্যবসায়ী হোক না কেন এদের ছাড় দেওয়া হবে না।

জনগণের জন্য মানসম্মত পণ্য নিশ্চিত করতে সরকার সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে উল্লেখ করে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, চট্রগ্রাম ও খুলনায় বিএসটিআই'র কার্যালয়ে নতুন ল্যাবরেটরি স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ ও ফরিদপুর, কুমিল্লা ও কক্সবাজার জেলায় বিএসটিআই’র নতুন কার্যালয়  স্থাপন করা হয়েছে। দেশের সর্বত্র সকল পণ্যের মান দ্রুত নির্ধারণ করার লক্ষ্যে আগামীতে সকল জেলায় বিএসটিআইয়ের কার্যালয় ও ল্যাবরেটরি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক ড. মোঃ নজরুল আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, শিল্পসচিব কে এম আলী আজম এবং এফবিসিসিআই'র সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম।

#

মাসুম বিল্লাহ/অনসূয়া/জুলফিকার/কুতুব/১৬৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০১

**দেশে কম্পিউটার বিপ্লবে মরহুম সাজ্জাদ হোসেন এর অবদান অপরিসীম**

**- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, শিল্প বাণিজ্য প্রসারে ট্রেড বডিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। দেশের কম্পিউটার খাত বিকাশে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) এর কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার মাধ্যমে সরকার ও জনসাধাণের মধ্যে এর চাহিদা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। দেশে কম্পিউটার বিপ্লবের পথযাত্রায় ১৯৬৪ সালে হানিফ মিয়ার পর যে ক’জন মানুষের ভূমিকা রয়েছে তাদের মধ্যে মরহুম সাজ্জাদ হোসেন অন্যতম।

মন্ত্রী গতকাল ঢাকায় ডিজিটাল প্লাটফরমে বিসিএস এর সাবেক সভাপতি মরহুম সাজ্জাদ হোসেন স্মরণে বিসিএস আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী সাজ্জাদ হোসেনের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, তিনি বাংলাদেশের প্রযুক্তি ব্যবসায় খাতের দিকপাল। তাঁর হাত ধরে শুরু হয় কম্পিউটার মেলার যাত্রা। ষাটের দশকে প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনে সাজ্জাদ হোসেনের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, বুয়েটের জিএস হিসেবে দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তিনি বলেন, কর্মক্ষেত্রে সাজ্জাদ হোসেন ছিলেন একজন কর্মবীর। তিনি বাংলাদেশে আইবিএম এর সেবা দাতা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও আইবিএম এর কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে দীর্ঘ কর্মজীবনে দক্ষতার নজির স্থাপন করেন। বিএসএস এর ১৯৯৬ পরবর্তী দ্বিতীয় নির্বাচিত সভাপতি মোস্তাফা জব্বার বলেন, দেশের কম্পিউটার ট্রেড বডিতে তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব কম্পিউটার শিল্পকে এক অনন্য মাত্রায় উপনীত করেছে।কম্পিউটার জনপ্রিয় করতে ভূমিকা রেখেছে। দেশের আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর অবদান ভুলবার নয়।

এশিয়ান ওশেনিয়ান কম্পিউটার ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি আব্দুল্লাহ এইচ কাফি এর সঞ্চালনায় বিসিএস এর প্রথম সভাপতি এসএম কামাল, ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসের (উইটসা) পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মো. সবুর খান প্রমূখ বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/জুলফিকার/কুতুব/২০২০/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০০

**পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়াতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ কৃষিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশে পেঁয়াজ নিয়ে সংকট চলছে। এ সংকট কিভাবে মোকাবিলা করা যায় এবং কতদিনের মধ্যে উৎপাদন বাড়িয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যাবে সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে একসাথে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে।

মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অনলাইনে এসব কথা বলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো: জাহিদ আহসান রাসেল এবং কৃষিসচিব মো: নাসিরুজ্জামান।

 কৃষিমন্ত্রী বলেন, পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে আমাদের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন করতে পেঁয়াজ চাষিদের বীজ, উপকরণ, প্রযুক্তিসহ সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হবে। এ বিষয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং আগামী গ্রীষ্মকালে দেশের কোন উপজেলায় কতজন চাষি পেঁয়াজ আবাদ করবে তার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। এসময় মন্ত্রী পেঁয়াজ বীজের চাহিদা নিরূপণ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

 কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় সরকার সার, বীজসহ কৃষি ঊপকরণ বিতরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। কৃষি উপকরণ নিয়ে এখন কোন সংকট নেই।

বারি’র মহাপরিচালক ড. মোঃ নাজিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিজ্ঞানী ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক  মো: হামিদুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুল মুঈদ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. সায়েদুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/অনসূয়া/জুলফিকার/আসমা/২০২০/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯৯

**জাপানের উপপ্রধানমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

টোকিও (জাপান), ১৪ অক্টোবর :

জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ আজ জাপানের উপপ্রধানমন্ত্রী  ও অর্থমন্ত্রী তারো আসোর সাথে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে তারো আসো দুদেশের মধ্যে বিদ্যমান অটুট বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশকে সর্বদা সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে জাপানে স্বাগত জানান।

  রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের উন্নয়নে জাপানের বন্ধুসুলভ সহযোগিতার জন্য জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে এই সহযোগিতা উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া তাঁরা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে জাপানি সহযোগিতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, করোনা মহামারি প্রতিরোধসহ দুদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

শাহাবুদ্দিন আরো বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান। বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বিনিয়োগের সুন্দর পরিবেশ বিদ্যমান, এছাড়া সরকার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করছে মর্মে রাষ্ট্রদূত জাপানের অর্থমন্ত্রীকে অবহিত করেন। জাপান এবং মিয়ানমারের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে সম্মানজনকভাবে ফেরত নেবার জন্য মিয়ানমারকে রাজী করাতে কাজ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান।

*উপ*প্রধানমন্ত্রী তারো আসো ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের উদারতার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং এ সমস্যা সমাধানে জাপানের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার আশ্বাস দেন। বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রণীত নীতি ও কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সাক্ষাতে দূতাবাসের মিনিস্টার ড. জিয়াউল আবেদীন ও কমার্শিয়াল কাউন্সেলর ড. আরিফুল হক উপস্থিত ছিলেন।

#

শিপলু জামান/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                    নম্বর : ৩৮৯৮

**দেশীয় প্রজাতির উদ্ভিদ রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে সরকার**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বর্তমান সরকার বনভূমি ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় বদ্ধপরিকর। এর অংশ হিসেবে সরকার বাংলাদেশে বিলুপ্তির সম্মুখীন উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট প্রস্ততকরণ এবং আগ্রাসী বিদেশি গাছের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশজ উদ্ভিদ প্রজাতি রক্ষার কৌশলগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি বাস্তবায়িত হলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

আজ বন অধিদপ্তরে ‘বাংলাদেশের উদ্ভিদ প্রজাতির জাতীয় রেডলিস্ট প্রণয়ন এবং নির্বাচিত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বিদেশি আগ্রাসী উদ্ভিদ ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন’ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

বন মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ও আইইউসিএন বাংলাদেশ এর গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে ১ হাজার উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট প্রণয়ন সম্পূর্ণ হলে আমরা উদ্ভিদ ও বন সংরক্ষণে একটি বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবো। তিনি বলেন, আমরা এরই মধ্যে প্রায় ৪০ টির অধিক জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য ঘোষণা করেছি যা বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বনায়ন সম্প্রসারণে বেসরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগে রোপণকৃত বিদেশি উদ্ভিদ প্রজাতির একটি বড় অংশ দেশীয় উদ্ভিদের অস্তিত্বের জন্য বিপদজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পের একটি বড় কাজ হলো বিদেশি প্রজাতির উদ্ভিদ চিহ্নিতকরণ এবং আগ্রাসী উদ্ভিদ সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য ৫টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন করা। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সুফল প্রকল্পের আওতাধীন কর্মসূচিটির সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বন ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সকলকে বন-বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ রক্ষায় সরকারের সাথে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসেন চৌধুরী এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব আহমদ শামীম আল রাজী, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের পরিচালক পরিমল সিংহ, সুফল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ রকিবুল হাসান মুকুল, আইইউসিএন বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ রাকিবুল আমীন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

দীপংকর/অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯৭

**মোহাম্মদ নাসিম ছিলেন রাজনৈতিক অঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র**

**-ডা. মুরাদ হাসান**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর):

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান বলেছেন, মোহাম্মদ নাসিম ছিলেন  এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর দেদীপ্যমান আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে দেশ, সমাজ ও তরুণ প্রজন্ম।  আজীবন দেশ ও মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এ জনদরদি রাজনীতিবিদ। দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা এবং সাংগঠনিক দক্ষতা তাঁকে রাজনীতিতে অনন্য আসন দিয়েছে। তাঁর মৃত্যু দেশ, জাতি ও আওয়ামী লীগের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি যা সহজে পূরণ হবার নয়। জনসেবা, দেশ ও  মানুষের উন্নয়নে তাঁর অবদান জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। মোহাম্মদ নাসিমের নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু একাডেমি আয়োজিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

সংগঠনের উপদেষ্টা চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ) আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম মুরাদ, কামাল আহমেদ চৌধুরী সভায় বক্তৃতা করেন।

#

মাহবুবুর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৪৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                    নম্বর : ৩৮৯৬

**দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে পর্যাপ্ত সম্পদ ও অর্থায়ন অপরিহার্য**

**- রাবাব ফাতিমা**

নিউইয়র্ক, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেছেন, বিশ্বের সকল স্থান থেকে সব ধরনের দারিদ্র্য দূরীভূত করাই এজেন্ডা-২০৩০ এর লক্ষ্য। আর এজেন্ডা ২০৩০ অর্জন বা দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ ও অর্থায়ন অপরিহার্য।

গতকাল জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ৭৫তম সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটির আওতায় দারিদ্র্যমোচন বিষয়ক ভার্চুয়াল সভায় তিনি একথা বলেন ।

বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্যমোচনে সফলতার কথা তুলে ধরে চলমান মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের চিহ্নিত করতে বাংলাদেশ ‘জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই)’ চালু করেছে মর্মে উল্লেখ করেন তিনি।

চলমান কোভিড-১৯ মহামারি দারিদ্র্য বিমোচনের গতিকে শ্লথ করতে পারে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা এ বিষয়ে বেশকিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। কোভিড-১৯ মহামারি পরবর্তী সময়ে পুনরায় বাংলাদেশকে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে রেমিটেন্স, রপ্তানি আয়, বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা এবং বেসরকারি খাতের অর্থায়নের উৎস সমূহকে পূনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানান রাবাব ফাতিমা। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশকে সম্ভাব্য যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হতে পারে তা উল্লেখ করে তিনি বিদ্যমান বিশেষ ও আলাদা সুবিধা এবং বিশেষ সহায়তা বর্ধিত একটি সময় পর্যন্ত বজায় রাখার অনুরোধ জানান।

ডিজিটাল বিভাজন নির্মূলে অবশ্যই উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উৎপাদনশীল সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ বর্তমানে করোনা মহামারি ও জলবায়ু সঙ্কটের মতো দ্বৈত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশের এসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জাতীয় প্রচেষ্টায় সমর্থন যোগাতে আরো বাড়তি অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি। কোভিড-১৯ মহামারিতে প্রবাসী কর্মীগণ যেসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে তার উদাহরণ টেনে রেমিটেন্সের প্রবাহ হ্রাস ও অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবর্তনের মতো নেতিবাচক বিষয়গুলো সমাধান করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর জোর দেন রাবাব ফাতিমা।

#

অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯৫

**বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতি বছরের ন্যায় ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশে ‘বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পরিবার, সংস্থা-সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এবারের প্রতিপাদ্য ‘সাদাছড়ির উন্নতি-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অগ্রগতি’ যা অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮নং অনুচ্ছেদে দেশের সকল নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারেও সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভাগ্য উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা যুগোপযোগী করে ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩’ করেছি যেখানে সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল শ্রেণির প্রতিবন্ধী জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, প্রবেশগম্যতা তথ্য সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন, জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স ভবন (সুবর্ণ ভবন) নির্মাণ, মোবাইল থেরাপি ভ্যান চালুকরণ, প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ, প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, শতভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সরকারি ভাতার আওতায় আনাসহ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ভবিষ্যতে এ সকল কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করা হবে এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ এ দেশের সকল শ্রেণির প্রতিবন্ধী জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে আমরা প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করব।

সাধারণ সাদাছড়ির পরিবর্তে সরকারি অর্থায়নে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আধুনিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট হোয়াইট ক্যান’ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে আধুনিক প্রযুক্তির সাদাছড়ি ব্যবহার করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ আরো স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে জীবনমান উন্নয়্নসহ নিজেদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে পারবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি।

আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবন্ধী মানুষসহ সকল মানুষের জন্য জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/জুলফিকার/কামাল/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯৪

**বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা** **দিবস-২০২০** **উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর):

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ’বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস-২০২০’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ দেশের সকল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস পালন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষকে সমাজের মূল স্রোতধারায় একীভূতকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। সাদাছড়ি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের চলাচলের জন্য শুধু একটি সহায়ক উপকরণই নয় এটি তাদের পরিচিতির প্রতীক, স্বাধীনভাবে ও নির্বিঘ্নে পথ চলার সহায়ক শক্তি। এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘সাদাছড়ির উন্নতি-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অগ্রগতি’ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে সবার মাঝে বার্তা ছড়িয়ে দেবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিবন্ধিতা কোনো রোগ নয় কিংবা তাঁরা সমাজের কোন বোঝা নন। তাঁদের যথার্থ সেবা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ প্রদান নিশ্চিত করা গেলে তাঁরাও সমাজের আর দশ জন মানুষের ন্যায় জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। শারীরিক প্রতিবন্ধিতার জন্য কেউ যেন বৈষম্যের শিকার না হন তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই বাস্তবতাকে স্মরণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুব রহমান স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(১) ধারায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করেছেন। অন্যদিকে সংবিধানের ১৫(৪) ধারায় অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, বিধবা, এতিম ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সামাজিকভাবে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আমি আশা করি সাধারণ মানুষের মধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস সহায়ক ভূমিকা রাখবে। ‘বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০২০’ পালন সফল হোক - এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

#

ইমরান/অনসূয়া/মামুন/কামাল/খোরশেদ/২০২০/১১০০ ঘণ্টা